ইবিতে ২৫ তদন্ত কমিটির কোন রিপোর্ট দু'বছরেও আলোর মুখ দেখেনি

ইবি সংবাদদাতা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তদন্ত করতে গত ২ বছরে ২৫টিরও অধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোন তদন্তের রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি। দু'একটি রিপোর্ট পেশ করা হলেও রাখা হচ্ছে হিমাগারে। এতে দুর্নীতি, অনিয়ম ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কাল জোট সরকারের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির এবং বিএনপি ও জামায়াতপন্থী প্রভাবশালী শিক্ষকবৃন্দ এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় রিপোর্ট পেশ ও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলে প্রকাশ রয়েছে।

জানা গেছে, সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম উপাচার্য হিসাবে ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫টিরও অধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কোন তদন্ত রিপোর্ট যথাযথভাবে প্রকাশ হয়নি। বিভিন্ন সময় সংঘটিত সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, ছিনতাই এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক অসংখ্য জালিয়াতি খতিয়ে দেখতেই মূলত এ সকল তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কাগজে-কলমে তথা অফিসিয়ালভাবে এসব কমিটিকে শক্তিশালী হিসাবে অভিহিত করা হলেও বাস্তবে এসবের কার্যকারিতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশের জন্য ৭ থেকে ১৫ দিন বা তদূর্ধ সময় বেঁধে দেয়া হলেও মাসের পর মাস এমনকি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। তারপরও প্রকাশ হয়নি কোন রিপোর্ট। এতে হতাশায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষক জানান, "আমরা তদন্তের রিপোর্ট জমা দিয়েছি কিন্তু কোন রিপোর্টই প্রকাশ করা হয়নি।"

২০০৪ সালের ২ জুন গেল জোট সরকারের দুই ছাত্র সংগঠনে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর ফল প্রকাশ করা হয়নি। একই বছর ৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তি অনুষ্ঠান চলা অবস্থায় ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ হয়। কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন বিএনপিপন্থী শিক্ষক বর্তমান জিয়া পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক ড. মাখলুকুর রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু উক্ত তদন্ত কমিটি যথাযথ রিপোর্ট পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২০০৫ সালের ২৪ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা কমিটির আহ্বায়ক বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহসভাপতি হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহজাহান আলীর নিকট থেকে ছাত্রদল ক্যাডার শরিফুলের নেতৃত্বে ৭/৮ ক্যাডার মুক্তিযোদ্ধা কোটার কাগজপত্র ছিনতাই করে উক্ত শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। ছাত্রলীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের চাপের মুখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এর রিপোর্ট পেশ করে শাস্তি হিসাবে দোষী ছাত্রদল ক্যাডারদের বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সুবিধাবাদী হিসাবে পরিচিত উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বিশেষ ক্ষমতাবলে অপরাধীদের ক্ষমা করে দেন। তারা আরও আশ্বাস পেয়ে যায়। ক্যাডাররা বিভিন্ন সময় জোরপূর্বক মেডিক্যাল সেন্টারের এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে মাগুরা, ঝিনাইদহ ও লালন শাহ্ সেতুর পাশে নারী, মদ ও জুয়ার আড্ডা জমিয়ে আসছে। একই বছর ১৪ মে প্রথমবর্ষের এক ছাত্রী ছাত্রদল ক্যাডারদের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনায় ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রুহুল আমিনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ছাত্রদল ক্যাডাররা কমিটির সব সদস্যকে হত্যার হুমকি দেয়। এতে উক্ত কমিটির কাজে কোন অগ্রসর হয়নি। ফলে আজও ধর্ষণের শিকার ঐ ছাত্রী বিচার না পেয়ে নীরব যন্ত্রণায় ভুগছে।

পেশ করা প্রতিবেদনগুলো হিমাগারে

২০০৫ সালের ২৪ জুলাই ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের বিএসসি (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক এম আলাউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। যার রিপোর্ট পেশ করা হলেও প্রকাশ করা হয়নি। একই বছর ২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের সামনে চিকিৎসা কেন্দ্রের এ্যাম্বুলেন্স ভাংচুর করে শিবির সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও শিবির ক্যাডারদের ভয়ে ওই কমিটি এখনও তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। ২০০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সরবরাহের অভিযোগে বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যাপক ভাংচুর করে। তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। ১৪ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট নামের একটি সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রমে বিভিন্ন অভিযোগে ক্যাম্পাসে তোলপাড় সৃষ্টিসহ ছাত্রী হলগুলোতে বিক্ষোভ শুরু হয়। এতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তদন্ত রিপোর্ট রাখা হয়েছে অন্ধকারে।

এ বছরের ১৭ মার্চ রাতে 'দৈনিক প্রথম আলো'র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি তুহিন আজম নিজ কক্ষে সন্ত্রাসী হামলার স্বীকার হন। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করলে আবাসিক শিক্ষক ড. রেজাউল করিমকে আহ্বায়ক করে নামকাওয়াস্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেও আজও আলোর মুখ দেখেনি সে রিপোর্ট। তদন্ত রিপোর্ট উপাচার্যের নিকট জমা দিলেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি।

এদিকে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি, অনিয়ম, জালিয়াতি এবং ভুয়া পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাতিলসহ নানা অভিযোগে ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোশাররফ হোসেনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোন কার্যকারিতা দেখা যায়নি। তাছাড়াও জামায়াতপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারীর আইন অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের চাপে ও শিবির ক্যাডারদের ভয়ে সে কমিটির রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

এছাড়াও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে গত বছর চুরির ঘটনায় ছাত্রীদের দাবির মুখে পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেই আজ পর্যন্ত ছাত্রীদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি ছাত্রদলের দু'গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে জিয়াউর রহমান হলে কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা খতিয়ে দেখতে উক্ত হলের তিন আবাসিক শিক্ষক সমন্বয়ে গঠন করা হয় একটি কমিটি। কিন্তু উক্ত কমিটির রিপোর্ট আদৌ প্রকাশ করা হবে কি না তা এখন সকলের প্রশ্ন। গত ১২ আগস্ট শিবির ক্যাডাররা লাঠিসোটা নিয়ে পঙ্গপালের মতো টিএসসি অফিস ভাংচুর করে ও তাণ্ডবলীলা চালায়। এ সময় শিবির ক্যাডাররা টিএসসির পরিচালকসহ কয়েক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনায় প্রক্টর অধ্যাপক আলীনুর রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। কিন্তু শিবির ক্যাডাররা কমিটির সদস্যদের হুমকি দেয়ায় এ কমিটির রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি। সর্বশেষ গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে ছাত্রীদের হলে সন্ত্রাসী হামলা ও এর প্রতিবাদে ছাত্রীদের ভাংচুরের ঘটনায় ২৮ সেপ্টেম্বর ধর্মতত্ত্ব অনুষদের ডিনকে আহ্বায়ক করে এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে এ কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এ কমিটির রিপোর্টও হয়ত হিমাগারে পড়ে থাকবে। তাছাড়াও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস ও টেলিফোন অফিস ভাংচুরসহ বিভিন্ন ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিও কোন রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। এভাবে বিভিন্ন সময় গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ না করায় এবং কিছু কিছু রিপোর্ট পেশ করলেও দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় পার পেয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত চক্র। ফলে দিন দিন ক্যাম্পাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনিয়ম, জালিয়াতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মসলেম উদ্দিন বলেন, তদন্তের মাধ্যমে কয়েকটির সুরাহা হয়েছে কয়েকটির হয়নি। ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল করীম বলেন, যতগুলো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ভাল হোক মন্দ হোক সবারই রিপোর্ট পেশ করা উচিত। উপাচার্য অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক বলেন, 'আমি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। কিছুদিন না গেলে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।'

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩০ OCT 2006